ইত্তেফাক

তারিখ ... 18/12/79 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 8 ...

05E

## শিক্ষা বিভাগে হয়রানির শেষ নাই

বিগত ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ রিখের দৈনিক ইত্তেফাকে প্রসিডেন্টের ঘোষণা বনাম শিক্ষকদের চাকুরী" শিরোনামে প্রকাশিত আনোয়ারা বেগম-এর পত্রের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন জানাইতেছি। আমি ঢাকা জেলা শিক্ষা পরিদর্শক অফিসে তেজগাঁও থানার অধীনের প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত প্যানেলভুক্ত অবস্থায় বিগত দুইবৎসর যাবৎ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি।

১৯৭৮ সনের জানুয়ারী মাসের বিজ্ঞাপন মাধ্যমে দরখাস্ত গ্রহণ করতঃ ১৯৭৮ সনের ২রা এপ্রিল লিখিত পরীক্ষা এবং ১৯ জুলাই, '৭৮ মৌখিক পরীক্ষা মাধ্যমে আমাকে ঢাকা জেলা পরিদর্শক অফিসে তালিকাভুক্ত করা হয়। উক্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদিগকে নিয়োগ না করিয়া পুনঃ নূতন কমিটি/প্যানেল তৈয়ার করার উদ্দেশ্য আমি/আমরা সঠিক ভাবে বুঝিতে পারিতেছি না।

১৯৭৭ সনে সি এড (পিটি আই) পাস করার পরে ১৯৭৮ সনে দরখাস্ত দাখিল হইতে আরম্ভ করিয়া প্যানেলভুক্ত হওয়া পর্যন্ত আমাকে বহুবিধ ফরমালিটি পূর্ণ করিতে হইয়াছে এবং উহার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান কষিতে বেকার অবস্থায় আমাকে অশেষ কষ্ট ও সহ্য করিতে হইয়াছে। জেলা পরিদর্শক অফিসের সেই প্যানেল দুই বৎসর পরে কি কারণে বাতিল করা হইতেছে?

কারণ যাহাই হউক—ইহা শিক্ষা পরিচালনার পক্ষে সুষ্ঠু নীতি তথা/দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন নহে বলিয়াই মনে করি। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে আরজ—আমাকেসহ ঢাকা জিলা শিক্ষা পরিদর্শক অফিসে উক্ত ১৯৭৮ সনের প্যানেলভুক্ত সকল প্রার্থীকে অতি সত্বর নিয়োগ করিতে মর্জি হয়।

—মমতাজ বেগম, ৪৮৮ নং পাথরলপাড়া, ঢাকা-৮।